সংবাদ

তারিখ ... 18 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫ ...

রাজধানীতে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এক্সপো '০৯ শুরু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিতে গতকাল থেকে রাজধানীতে শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এক্সপো-০৯। শেরাটন হোটেলে শুরু হওয়া দু'দিনব্যাপী এ শিক্ষামেলা চলবে আগামীকাল সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত।

মেলার আয়োজকরা বলছেন, বিদেশ যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা মেলা থেকে সঠিক গাইড লাইন পাবে। মেলায় অংশগ্রহণকারী সব প্রতিষ্ঠান মেধাবী শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ফলাফলের ভিত্তিতে স্কলারশিপ দেবে। অংশগ্রহণকারী সব শিক্ষার্থী এডমিশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে ডিসকাউন্ট পাবেন। এ মেলার মাধ্যমে তারা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রকম স্কলারশিপ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়ার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার খরচ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর। এছাড়াও মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে ল্যাপটপ, ঢাকা-কক্সবাজার, ঢাকা-সিলেট টিকেটসহ অন্যান্য পুরস্কার।

জেমকো ইভেন্টস বাংলাদেশের আয়োজনে এ শিক্ষামেলায় ২০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। গতকাল প্রথম দিন সকাল ১০টায় শুরু হওয়া মেলায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড় দেখা গেছে।

ঢাকার আজিমপুর থেকে এসেছেন কলেজ শিক্ষক সাইফুদ্দিন মালেক। মেলা সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষামেলার একটি সামাজিক প্রভাব রয়েছে। শিক্ষামেলায় এসে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক বিচার করে সঠিক প্রতিষ্ঠান বেছে নিতে পারে। আমি এসেছি

শুরু: পৃ: ২ ক: ৪

শুরু: রাজধানীতে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতে।

মেলায় দর্শনার্থী গাজীপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা আবদুর জব্বার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তার মেয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্বের শিক্ষার্থী লিজাকে। তারা এসেছেন বিদেশে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খোঁজখবর নিতে। বাবা-মেয়ে দু'জনায় জানালেন, একই স্থানে অনেক প্রতিষ্ঠানকে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।

বাংলাদেশ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী কাজী আফজুর রহমান মেলায় এসেছেন বিদেশে যেতে ইচ্ছুক বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের ছাত্র আলিমুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে। তারা বলেন, বাইরে থেকে শুনে এসেছিলাম অনেক হাড় দেয়া হবে। কিন্তু এখানে এসে দেখি শুধু ফাইল অন করার জন্য ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা দিতে হবে।

মেলায় আসা আরেক দর্শনার্থী ঢাকার মোহাম্মদপুরের রজিয়া সুলতানা। তিনি এসেছেন ইংরেজি সাহিত্যে বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা জানতে। তিনি মেলা সম্পর্কে বলেন, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কথা বলে আশান্বিত হচ্ছি। বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিলে শিক্ষার্থীরা আরও আগ্রহী হয়ে উঠবে। অনেকে ভয় পায় সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানে টাকা দিতে। সে ক্ষেত্রে মেলার মধ্য দিয়ে আমরা আসল প্রতিষ্ঠান পেয়ে যাচ্ছি।

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান 'হুয়াইট ফেদার গ্রুপ'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, মেলায় এসে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন ফাইল অন করতে টাকা নিচ্ছি না। আমাদের প্রতিষ্ঠান স্পটেই এডমিশনের ব্যবস্থা করে দিই। বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমেরিকা বর্তমানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা চাইলে আমেরিকায় এডমিশন নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠান সাহায্য করবে।

মেলা উপলক্ষে বিশেষ ছাড়ের কথা উল্লেখ করে মেলায় অংশ নেয়া নেট গ্লোবাল এডুকেশনাল কাউন্সিলিংয়ের একাডেমিক কাউন্সিলার সুফিয়া খাতুন (রিনা) বলেন, আমাদের এখানে একজন শিক্ষার্থীর ফাইল অন করতে ২০ হাজার টাকা লাগত, মেলা উপলক্ষে আমরা মাত্র ৬ হাজার টাকায় তা করে দিচ্ছি। আইকন কলেজ যুক্তরাজ্যের লেকচারার ডারেন উইলসার বলেন, তার কলেজ সব সময় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানায়। তিনি এ দেশের শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতেও প্রস্তুত বলে জানান।

মেলায় অংশ নেয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে, দি ওভারসিস স্টাডি সলিউশন, সানগেন ইন্টারন্যাশনাল, এসইসিএ গ্লোবাল কনসাল্ট, উইল ইন্টারন্যাশনাল, ওভারসিস এডমিশন সলিউশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।